!! বাড়ি থেকে পালিয়ে — উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রে !!

'বাড়ি থেকে পালিয়ে'- উপন্যাসটির লেখক শিবরাম চক্রবর্তী। এটিকে সিনেমা বানানোর জন্য চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক নিজে চিত্রনাট্য বানান। ১৯৫৯ সালের ২৪শে জুলাই চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়।

বাড়িতে প্রতিদিনকার জীবনধারণে কোনো বৈচিত্র্য থাকে না। পরিস্থিতির কারণে ঘর ছেড়ে যখন কোনো কিশোর সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়ে তখন তার ভালো-মন্দ নানান্ অভিজ্ঞতা হয়। তেমনই এক কিশোর কাঞ্চনের দুষ্টুমি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন শিবরাম চক্রবর্তী ও তাকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছেন ঋত্বিক ঘটক।

বাবার শাসনের ভয়ে ও কিছুটা প্রতিবাদ করে কিশোর কাঞ্চন কপর্দকহীন অবস্থায় গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মায়ের স্নেহ ছেড়ে ট্রেনে চেপে কলকাতায় চলে আসে। কাঞ্চনের চোখ দিয়েই দর্শক এরপর হাওড়া ব্রীজ, কলকাতার আণ্ডারগ্রাউণ্ড জগৎ; অনাথ শিশুদের দিয়ে ভিক্ষে করিয়ে তা লুঠ করে নেবার জগৎ, রাস্তার চটুল বিনোদনের জগৎ, শ্রমজীবী উদ্বাস্তুদের জগৎ, কলকাতার ধনী পরিবারের জীবনযাপন ইত্যাদি দেখতে পায়। কাঞ্চন কখনো অভুক্ত অবস্থায়, কখনো বিনা নিমন্ত্রণে বরযাত্রীদের সঙ্গে কলকাতার বিয়ে বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ ইত্যাদি পরিস্থিতির সঙ্গে থাকতে থাকতে জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এরপর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন সূত্রে সে মায়ের অসুস্থতার খবর জানতে পারে। তারপর সে বাড়ি ফেরে।

উপন্যাসের এই কথাবস্তুকে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক তাঁর সিনেমায় একটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী হিসাবে নির্মাণ করেছেন। এই সিনেমাটি দেখতে গিয়ে একঘেঁয়েমি বা ক্লান্তি আসেনা। একের পর এক ঘটনা নিখুঁত দৃশ্য নির্মাণে দর্শককে টানটান কৌতুহলে বেঁধে রাখে। পরিচালকের পরিমিতিবোধ তাঁকে সফল চিত্রনাট্য রচনায় সাহায্য করেছে। এই সিনেমার মধ্যে আছে শিল্পময়তা ও গতিশীলতা।

চিত্রনাট্য —

একটি বাচ্চার হাতের লেখার মাধ্যম দিয়ে Title দেখানো হয়। Screen-এর পাশে একটি কাঁচা হাতের আঁকা ছবি দেখানো হয়। সেটাকে ফেড করে Main Title দেখানো হয়।

দৃশ্য-১ ঃ বেশ রাত। পল্লিগ্রামের এক গৃহস্থের বাড়িতে একটি বাচ্চা ছেলে মনোযোগ সহকারে বই পড়ছে। কাঞ্চন বসে বইয়ের পাতা ওলটায় এবং তাকে পিছন থেকে দেখানো হয়।

কাঞ্চন ঃ— আঃ হাঃ (হাই তুলতে তুলতে মাথা চুলকায়) (আবহসঙ্গীত)

কাঞ্চনের মা দরজার কাছে হেলান দিয়ে এক দৃষ্টিতে কাঞ্চনের দিকে তাকিয়ে থাকে। — কাট টু।

L. S. — পুরো ঘরটাকে দেখানো হয়। কাঞ্চন বিছানায় বসে লণ্ঠনের আলোয় বই পড়ছে আর তার মা দরজার কাছে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মা এবার কথা বলেন —

মা — কাঞ্চন! (খুশি হয়ে) কাঞ্চন লুকিয়ে গল্পের বই পড়ার জন্য মায়ের ডাকে চমকে ওঠে।

কাঞ্চন — উরি বাবা! — কাট টু। মা ছেলের দিকে এগিয়ে আসে।

মা — ভাবলাম তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস। সারাদিন দামালপনা, পড়তে হবে না, খেতে চল।

কাঞ্চন — বাবা পড়া ধরবেন বলেছেন যে।

মা — বাবাকে আমি বলবো।

কাঞ্চন — বাবা যদি আমায় বকে।

মা — বকে বকুক।

মা বিছানার থেকে উঠে যাচ্ছে। কাঞ্চন মা-র হাত ধরে বসিয়ে দেয়। — কাট টু।

বিষয়টির উপযোগিতা —

(ক) বাংলা চলচ্চিত্রের স্বনামধন্য পরিচালক ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীরা পরিচিত হবে।

(খ) 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'- মূল উপন্যাসটি তারা জানতে পারবে।

(গ) কীভাবে ঋত্বিক ঘটক উপন্যাস থেকে চিত্রনাট্য বানিয়েছেন — সে বিষয়ে একটা ধারণা করতে পারবে।

(ঘ) চলচ্চিত্র যে শুধু মনোরঞ্জনের বিষয় নয়, তাকে বিশ্লেষণ করতে হয় — এই ধারণা তারা পাবে।

(ঙ) সুস্থ ও মার্জিত রুচি গড়ে উঠবে।

Sonone Ghosh

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Baruipur, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372

Scanned with CamScanner